কেমন আছে ভাষা শহীদ রফিকের পরিবার

রিপোর্ট : **আমির হামযা**

ভাষা আন্দোলনের ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলেও শহীদ রফিকের স্মৃতি সংরক্ষণে কোনো সরকারি উদ্যোগ আজও নেয়া হয়নি। অথচ অমর একুশে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে রফিকের জন্মস্থান মানিকগঞ্জের পারিল বলধারা গ্রামে উদ্‌যাপিত হয় অমর একুশে।

১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর শহীদ রফিক মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরের পারিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আবদুল লতিফ। মা রাফিজা খাতুন। ৫ ভাই, ২ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। বাবা আবদুল লতিফ কোলকাতায় ছাপাখানার ব্যবসা করতেন।

'৪৭-এ পাক-ভারত বিভক্ত হলে আবদুল লতিফ ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকার বাবুবাজারে মোবারক আলী খানের সঙ্গে যৌথভাবে গড়ে তোলেন পারিল প্রিন্টিং প্রেস।

গ্রামের স্কুলেই শহীদ রফিকের পড়ালেখার হাতেখড়ি। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি বাবার কর্মস্থল কোলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। দেশ ভাগের পর গ্রামে ফিরে ভর্তি হন স্থানীয় বায়রা স্কুলে। এ স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ভর্তি হন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে। এক সময় পারিল প্রিন্টিং প্রেসের মালিকানা ভাগাভাগি হয়ে যায়। তখন রফিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে তার বাবা কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস নামে অন্য একটি প্রেস দাঁড় করান। শহীদ রফিকের কর্মনিষ্ঠায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রেসটি দ্রুত ব্যবসায়িক লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ হওয়ার সময় রফিক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, শহীদ হওয়ার আগে তার পরনে ছিল হালকা নীল রঙয়ের শার্ট, সাদা-প্যান্ট, পায়ে নেভি রঙের মোজা ও পুরনো ইংলিশ সু।

শহীদ রফিকের স্কুলের সহপাঠী ইসমাইল উদ্দিন আহমেদ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'রফিকের গানের প্রতি ছিল দারুণ ঝোঁক। স্কুলজীবন থেকেই ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল'।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহীদ হওয়ার আগে রফিকের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পাত্রী ছিলেন একই গ্রামের পানুবিবি নামে এক

শহীদ রফিকের খেলার সাথী নাইবুদ্দিন আহম্মেদ তার ছেলেসহ নিজেই অংকন করছেন শহীদ রফিকের ছবি ও বিভিন্ন ফেস্টুন

তরুণী। পরে রফিক শহীদ হলে পানুবিবির সঙ্গে তার দ্বিতীয় ভাই আবদুল রশিদের বিয়ে হয়।

শহীদ রফিকের পরিবারের সদস্যরা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই টিকে আছে। সরকারিভাবে শহীদ রফিকের স্মৃতি সংরক্ষণে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই, তেমনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাউকেই কোনো রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা দেয়া হয়নি কখনো।

শহীদ রফিকের দ্বিতীয় ভাই আবদুর রশিদ ও স্ত্রী পানুবিবির ৬ ছেলে কামাল, মুরাদ, রউফ, মিলন, মুসা ও নিজাম এবং একমাত্র মেয়ে ফরিদা। আবদুর রশিদ ১৯৮৬ সালে মারা যান। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী পানুবিবি ছেলেদের সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। তৃতীয় ভাই আবদুল খালেক ও স্ত্রী গুলেন্দরের চার ছেলে রঞ্জু, মাখন, রিপন ও বাবু। তিন মেয়ে খালেদা, শিরিন ও নিনা। আবদুল খালেক ১৯৯২ সালে মারা গেছেন। স্ত্রী গুলেন্দর বেগম এখন শহীদ রফিকের বাবার ভিটিতে ছেলেদের নিয়ে থাকেন।

চতুর্থ ভাই মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম ১৯৭৩ সালে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীদের হাতে খুন হন। স্ত্রী কুলসুম ছেলে রিন্টুকে নিয়ে বাবার বাড়ি বড়াইভিকরা থাকেন। এ দম্পতির দুই মেয়ে শিলা ও লিমা। পঞ্চম ভাই মোহাম্মদ খোরশেদ আলম জীবিত আছেন। তিনি স্ত্রী শাহানাজ পারভীন, তিন ছেলে সোহান, সাগর, শাওন ও মেয়ে স্বর্ণাকে নিয়ে মানিকগঞ্জ শহরে দেবেন্দ্র কলেজের সামনে শহীদ রফিকের মায়ের নামে সরকার বরাদ্দকৃত বাড়িতে বসবাস করেন। শহীদের দুই বোন আলেয়া ও হেনা নিজ নিজ সংসারে আছেন। শহীদের মা রাফিজা খাতুন ১৯৮৯ সালের ১৭ জানুয়ারি মারা যান।

জানা যায়, ১৯৮১ সালে দেবেন্দ্র কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জাতীয় গ্রন্থ সপ্তাহ উদ্বোধন করার জন্য শহীদ রফিকের মা রাফিজা খাতুনকে আনা হয়। পরে সরকার তার নামে শহরের গঙ্গাধরপট্টিতে ৫ শতাংশ জমি বরাদ্দ দেয়।

শহীদ রফিকের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী শাহানাজ পারভীন জানান, ১৯৮৭ সালের ১২ ডিসেম্বের সরকারিভাবে এক লাখ টাকা ব্যয়ে বরাদ্দকৃত জায়গায় শহীদ রফিকের মায়ের থাকার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়।

শহীদের অন্যান্য ভাইয়ের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সরকারি-বেসরকারি প্রাপ্ত সব সুযোগ সুবিধা শহীদের ছোট ভাই খোরাশেদ আলম একাই ভোগ করছেন।

এ ব্যাপারে শহীদ রফিকের খেলার সাথী নাইমুদ্দিন আহম্মেদ বলেন, গ্রামের বাড়িতে শহীদ রফিকের তৃতীয় ভাই আবদুল খালেকের বিধবা স্ত্রী গুলেনূর ছেলে-মেয়ে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। সরকারি-বেসরকারি কোনো সহযোগিতা এ পরিবারে পৌঁছে না।

শহীদ রফিকের গ্রামের বাড়ি পারিলে গিয়ে জানা যায়, রফিক সম্পর্কে জানতে অনেক মানুষ এ গ্রামে আসে। আর ফেব্রুয়ারি মাসে তো রীতিমতো ভিড় লেগে যায়। শহীদের তৃতীয় ভাইয়ের স্ত্রী গুলেন্দর বেগম আগতদের সাধ্যমত আপ্যায়ন করে থাকেন। কিন্তু কোনো কোনো দিন তার চুলাই জ্বলে না।

প্রশিকা থেকে শহীদের গ্রামের বাড়ি পারিলে দু'টি ঘর করে দেয়া হয়েছে। এর একটিতে গুলেনূর বেগম তার সন্তানদের নিয়ে বাস করেন। অন্যটি শহীদ রফিক স্মৃতি পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৮৩ বছরের বৃদ্ধ শহীদ রফিকের ছেলেবেলার বন্ধু নাইবুদ্দিন ফেব্রুয়ারি এলেই প্রতিবছর এলাকাবাসীকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন। তিনি নিজেই এঁকেছেন শহীদ রফিকের পোর্ট্রেট ও বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। শহীদের বাড়িতে তৈরি করেছেন ছোট একটি শহীদ মিনার। প্রতি বছর রফিকের গ্রামের বাড়ি ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি কবিতা পাঠ, নাটক ও আলোচনা হয়। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় নূর মহসিন স্কুল মাঠে হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এভাবেই পারিলে পালিত হয় অমর একুশে।

সিঙ্গাইরের অধিবাসী সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী গোলাম সারোয়ার মিলন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'শহীদ রফিকের স্মৃতি সংরক্ষণে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে সিঙ্গাইরের ফোর্ড নগরে আন্তর্জাতিক মানের শহীদ রফিক ডিজাইন এন্ড ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।'